দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL 15 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এইচ,এস,সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ন প্রয়োজন

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কোর্সের মধ্যে এইচ,এস,সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) একটি। আমি এই শিক্ষাক্রমের ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের একজন ছাত্র ছিলাম। অধ্যয়নকালে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা তুলিয়া ধরিবার জন্যই এই পত্র। প্রত্যেক শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট একটি পথ আছে ; যেমন ঃ একজন শিক্ষার্থী এইচ,এস,সি পাস করার পর বি,এসসি পড়িতে পারে ; কিন্তু এখানে সে রকম কোন সুযোগ নাই অর্থাৎ এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোন পথ নাই। এই শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার বিষয় রহিয়াছে যাহা সাধারণ এইচ,এস,সি (কম্পিউটার বিজ্ঞান) হইতে অনেক উন্নত। কিন্তু সাধারণ শিক্ষাক্রমের বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা এইচ,এস,সি পাস করিয়া কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়িতে পারে। অথচ আমরা কম্পিউটারের সাম্প্রতিক প্রোগ্রামসমূহ শিখিয়াও কম্পিউটার সায়েন্স পড়িতে পারি না। এই শিক্ষাক্রমে দুই বৎসরে সর্বমোট ৮টি পরীক্ষা হয়। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পর্ব সমাপনী ও চতুর্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষার নম্বরপত্র দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাও যথাসময়ে নয়। অবশিষ্ট ৬টি পরীক্ষা যথাঃ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্বের মধ্যে ১ম ও ৩য় সমাপনী পরীক্ষার কোন নম্বরপত্র দেওয়া হয় না। ইহাতে শিক্ষার্থীরা তাহাদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা করিতে পারে না। পরীক্ষার নম্বরই একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার উৎসাহ জোগায়। একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কত নম্বর পাইবে, তাহা নিজে হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারে। কিন্তু যখনি তাহার নম্বর আশানুরূপ হয় না, তখনি ঐ শিক্ষার্থী লেখাপড়ার উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। অত্র শিক্ষাক্রমের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এই সমস্যার শিকার। যেমন আমাদের সকল পরীক্ষার খাতায় ও ব্যবহারিকে যে নম্বর দেওয়া হয় তাহা বোর্ডের নম্বরপত্র লিপিবদ্ধকার তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী লিখিয়া থাকেন। নম্বরপত্রগুলিতে নম্বর লিপিবদ্ধ করা হয় হাতে। অথচ সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের নম্বরপত্রগুলো সম্পূর্ণ কম্পিউটারে তৈরি। এই শিক্ষাক্রমের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন উচ্চ শিক্ষাক্রম নাই বিধায় এখানকার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের সহিত ভর্তি হইতে হয়। কিন্তু পরীক্ষা ও ফলাফল সাধারণ শিক্ষাক্রমের অনেক পরে হইয়া থাকে। ইহাতে আমরা ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সমস্যাবলি দূরকরত অত্র শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম নীলাভ,
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ, রংপুর।